২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে সংশোধনীর জন্য আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্ক সংক্রান্ত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রস্তাব

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ আইনের সংশোধন

ক্রম	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
(১)	বর্তমানে প্রায় ১ কোটি TIN ধারীর মধ্যে মাত্র ৩৫.৪ লাখ কর রিটার্ন প্রদান করে থাকেন। অন্যদিকে দেড় লাকের অধিক কর্পোরেট TIN ধারী থাকলেও ১৫% এর অধিক রিটার্ন জমা পড়ছে না। একইভাবে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষের মতো BIN থাকলেও আড়াই লক্ষ নিয়মিত রির্টান প্রদান করছেন। তাছাড়া, যে রিটার্নগুলো জমা পড়ছে তার বেশিরভাগ ঢাকা ও চট্টগ্রামের। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ৪৮ শতাংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক কিন্তু ৯০% রাজস্ব এ দুই অঞ্চল থেকে হওয়ায় রাজস্ব আহরণের চাপ এই দুটি অঞ্চলে বেশি।	বিগত কয়েক বছরের আয়কর রাজস্বের পরিমান ও রির্টানের সংখ্যা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রিটার্নের পরিমান ২০২২-২৩ কর বর্ষে ১১.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছিল ১১.২৯%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত গত বছরের তুলনায় ১৫.৫৪% বেশি আয়কর রাজস্ব আদায় হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যানুসারে দেশে প্রায় ১ কোটি (৯৭.৯ লাখ) TIN ধারী আছেন। যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩১.৭ লাখ করদাতারা থেকে ১ লাখ ১২ হাজার ৯২১ কোটি টাকার রাজস্ব এসেছে। বর্তমান TIN ধারীর সংখ্যা অনুযায়ী রির্টানের পরিমান ও রাজস্ব আদায় ৩ গুন বৃদ্ধি করা সম্ভব। একইভাবে BIN এর সংখ্যা বৃদ্ধি ও রির্টানের আওতা বাড়াতে পারলে একই পরিমান পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ বিষয়ে রাজস্ব বোর্ডকে স্বল্প মেয়াদী ৫ বছর, মধ্য মেয়াদী ১০ বছর এবং দীর্ঘ মেয়াদী ২০ বছরের একটি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে TIN এবং রির্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে করে করজাল বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান করদাতাদের উপর করের প্রভাব যৌক্তিক হারে হ্রাস পাবে এবং জিডিপিতে কর রাজস্বের অবদান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাথে ঢাকা চেম্বার সর্বাত্বকভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে।	এতে করে করজাল বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান করদাতাদের উপর করের প্রভাব যৌক্তিক হারে হ্রাস পাবে। এবং জিডিপিতে কর রাজস্বের অবদান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
(২)	করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।	৫ লক্ষ টাকা টাকা।	মুল্যস্ফীতির কারণে অত্যাধিক জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের উপর করের অত্যাধিক চাপকে কমানো দরকার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে সংশোধনীর জন্য আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্ক সংক্রান্ত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রস্তাব

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি</th><th>মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ</th><th>যৌক্তিকতা</th></tr>
<tr><td>(৩)</td><td>ধারা ১৬৩ (২)(খ) অনুযায়ী, ধারা ৯০ এর অধীন কর্তন বা সংগ্রহীত কর ন্যূনতম কর হিসাবে গন্য হইবে। ধারা ৯০ এর অধীন সেবা সমূহ উৎসে কর বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৪ এ বর্ণনাকৃত।</td><td>আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ১৬৩ (২)(খ) হতে ধারা ৯০ কে অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করছি।</td><td>উৎসে কর বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৪ এ ১৭ টি মূল্য ও সেবার তালিকা এবং সাব-তালিকা হিসেবে মোট ২৮টি তালিকা বিদ্যমান। উক্ত সেবা সমূহের মূল্য পরিশোধকালীন আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ৯০ মোতাবেক অনধিক ২০% হারে কর কর্তন এবং উৎসে কর বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৪ মোতাবেক প্রায় সেবার ক্ষেত্রেই ১০% হারে কর কর্তন এর বিধান রয়েছে, যা ধারা ১৬৩ (২)(খ) অনুযায়ী ন্যূনতম কর হিসাবে গন্য হইবে। উক্ত মতে, ব্যবসায়ীদের করের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ তে আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ৯০ সদৃশ। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২এ বর্ননাকৃত সেবা সমূহ উৎসে কর বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৪ এ বর্ণনাকৃত। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮২সি অনুযায়ী, ৫২ তে বর্ননাকৃত সেবা সমূহ হতে কেবল ক্রমিক নং ১ ও ২ এ কর্তনকৃত কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হতো অবশিষ্ট সেবা কর্তনকৃত কর ন্যূনতম কর এর আওতা বহির্ভূত ছিল।</td></tr>
<tr><td>(৪)</td><td>ধারা ৭০: ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানা
(২) ব্যবসায়িক ক্ষতিঃ কেবল ব্যবসা হইতে আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে।</td><td>ব্যবসা হইতে আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩৭ এর অনুরূপ বিধান পুনর্বহালের সুপারিশ করছি।</td><td>বর্তমানে এ ধারার ফলে ব্যবসায়ীদের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা পুনর্বহাল করা হলে করের বোঝা কিছুটা লাঘব হবে।
<table>
<tr><td>বিবরণ</td><td>আয়কর আইন ২০২৩</td><td>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪</td></tr>
<tr><td>ব্যবসা হইতে আয়</td><td>(৪০০০০০)</td><td>(৪০০০০০)</td></tr>
<tr><td>অন্যান্য আয়</td><td>১০০০০০০</td><td>১০০০০০০</td></tr>
<tr><td>করযোগ্য আয়</td><td>১০০০০০০</td><td>৬০০০০০</td></tr>
<tr><td>করযোগ্য আয়ের উপর নীট প্রদেয় কর @২৭.৫%</td><td>২৭৫,০০০</td><td>১৬৫,০০০</td></tr>
<tr><td>অতিরিক্ত কর</td><td colspan="2">(২৭৫,০০০-১৬৫,০০০) =১১০,০০০</td></tr>
</table>
বর্তমান আইন অনুযায়ী ব্যবসায়িক ক্ষতিকে অন্যান্য খাতের আয়ের সাথে সমন্বয় না করতে পারলে ব্যবসয়ীদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা আরোপিত হবে।</td></tr>
</table>

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে সংশোধনীর জন্য আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্ক সংক্রান্ত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রস্তাব

ক্রম	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
(৫)	এস.আর.ও নং ৩৩৩-আইন/আয়কর-২০/২০২৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল (Recognized Provident Fund), অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল (Approved Gratuity Fund), অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল (Approved Superannuation Fund) এবং অনুমোদিত পেনশন তহবিল (Approved Pension Fund) হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য আয়করের হার ২৭.৫% এবং শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার ৩০%, উভয় স্থলে করহার হ্রাস করিয়া কেবল করহার ১৫% নির্ধারণ করিল।	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল (Recognized Provident Fund), অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল (Approved Gratuity Fund), অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল (Approved Superannuation Fund) এবং অনুমোদিত পেনশন তহবিল (Approved Pension Fund) হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর তহবিলকে সরকারি কর্মচারীদের অনুরূপ করমুক্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব করছি।	সাধারণত বেসরকারি খাতে যারা কাজে নিয়োজিত তারা অবসর গ্রহণের পর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে উপকৃত হন। তাই অবসরকালীন সুবিধার ওপর সরকারের কর আরোপ করা হলে তাদের জীবনযাপন ব্যয় নির্বাহ কঠিনতর হতে পারে। অপরপক্ষে সরকারি কর্মচারীদের জন্য এসকল বিষয় করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে একই সমাজ, বাজার কাঠামোতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য দুই ধরনের নিয়ম বৈষম্য ও ভেদাভেদ তৈরি করতে পারে।
(৬)	আয়কর আইন-২০২৩ এর ১১৯ ধারায় "বিদেশী ঋণের সুদ" এর উপর আয়কর কর্তন। এস.আর.ও. ৪১৭এ/এল/৭৬, তারিখ ২৯ নভেম্বর ১৯৭৬ বাতিল করে বিগত ২৩ মে ২০২৩ খ্রি: তারিখে জারীকৃত এস.আর.ও. ১৬৯-আইন/আয়কর/২০২৩ জারি করায় ঋনের সমস্ত খরচ ও সুদের উপর আয়কর অব্যাহতি বাতিল হয়ে যায় এবং "বিদেশী ঋণের উপর সমস্ত সুদ" আয়কর আইন অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনযোগ্য হয়ে পড়েছে। এ বিধানটি আগামী ফেব্রুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন না করার জন্য এনবিআর এস.আরও জারি করেছে।	বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধের এর ক্ষেত্রে উৎসে কর বাতিলকরণের অনুরোধ করছি।	"বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে আয়কর আইন অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনযোগ্য হওয়ায় এই ধরনের ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ঋনপ্রবাহ কমে যেতে পারে। আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালের চূড়ান্ত মূল্য বৃদ্ধিপাবে এর ফলে, দেশে নতুন এবং আধুনিক শিল্পায়ন ব্যাহত হবে। অধিকন্তু দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে পিছিয়ে পড়বে।
(৭)	ধারা ৫৫ কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমা উল্লেখ করা হয়েছে;	প্রমাণক উপস্থাপন সাপেক্ষে সকল ধরনের ব্যবসায়িক খরচের সম্পূর্ণ অংশ অনুমোদন যোগ্য বিয়োজন হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করছি।	যেকোনো ব্যবসায়িক ব্যয় ব্যবসা করার খরচ (Cost of Doing Business) হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং, এর থেকে আয় হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই, এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যয় হিসেবে গ্রহণ করায় যুক্তিযুক্ত। সে বিবেচনায় ব্যবসায়িক ব্যয়ের মোট সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার যে কোন সীমা পর্যন্ত ব্যয়কে বিয়োজন করা একটি অমূলক ও অযৌক্তিক ধারনা। সে কারণে সম্পূর্ণ ব্যয় ই বিয়োজিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।
(৮)	*ধারা ৭২ (৪): হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি* পূর্ববর্তী বিধানসমূহ ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোনো কোম্পানি International Accounting Standards (IAS),	আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিপালন করতে আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করছি। এতে করে অধিকতর স্বচ্ছতা তৈরি হবে।	বাংলাদেশ যেহেতু একটি প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে তাই হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্পোরেটদের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিকে

ক্রম	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
	International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।		আন্তর্জাতিক মানে পরিণত করার জন্য আন্তর্জাতিক কাঠামোর ব্যবহার জরুরী।
(৯)	ধারা ৪৯ (প) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; তা ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবে।-	ধারা ৪৯ (প) কে নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করছি "শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; তা ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।	ধারা ৪৯ (প) এ শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এ ২৩৪ নম্বরের কোন ধারা নেই, সেখানে মাত্র ২৩টি ধারা আছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) ধারা নম্বর ১৪। সে কারণে এ ধারাটি প্রতিস্থাপন না করা হলে ব্যবসায়ীদের নিকট ভুল বার্তা পৌছাবে।
(১০)	অতিরিক্ত প্রদানকৃত অগ্রিমকর ফেরত প্রদান।	কোন করদাতার প্রদেয় উৎসে কর এবং অগ্রিম কর, অগ্রিম আয়কর যদি তার হিসাবকৃত করের বেশি হয় তা দ্রুততম সময়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে ফেরত প্রদান করার জন্য প্রস্তাব করছি।	এতে করে করদাতাগণ তার প্রকৃত কর প্রদানে উৎসাহিত হবেন এবং অধিকতর স্বচ্ছতার কারণে করের আওতা বৃদ্ধি পাবে।
(১১)	বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা ধারা ৫৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৫ এর দফা (ধ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য হইবে। (২) এই অধ্যায়ের অধীন "বিশেষ ব্যবসা আয়" বা "ব্যবসা হইতে আয়" এর বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ হিসাবে গণ্য কোনো আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের ব্যয়, লোকসানের সমন্বয় বা জের টানা এবং তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে।	ধারা ৫৬। (২) অধীনে "বিশেষ ব্যবসা আয়" বা "ব্যবসা হইতে আয়" এর বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ হিসাবে গণ্য কোনো আয়ের উপর "সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হওয়ার" বিষয়টিকে পরিবর্তন করে সুস্পষ্টভাবে "সংশ্লিষ্ট ব্যবসার জন্য যে করহার প্রযোজ্য" শব্দ গুলো প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি।	বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা ও কর হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে উল্লেখ করায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের করহার কত হবে তা সুস্পষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ করহার প্রয়োগ করার সম্ভাবনা অমূলক নয়, সে কারণে সুস্পষ্টভাবে "সংশ্লিষ্ট ব্যবসার জন্য যে করহার প্রযোজ্য" শব্দগুলো ব্যবহার জরুরি।
(১২)	অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয় ১৬২। (১) যেইক্ষেত্রে কোনো অর্থবর্ষে করদাতা স্বীয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অগ্রিম কর পরিশোধ করেন এবং এই অংশের অধীন উৎসে কর কর্তন করা হয়, উক্ত কর্তনকৃত কর এবং উক্তরূপ	করদিবসের তারিখে বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, (৫০) পঞ্চাশ শতাংশ অধিক হারে সুদ গ্রহণের বিধানকে বাতিল করার সুপারিশ করছি।	যেহেতু করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণীর মাধ্যমে উদ্ভূত করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর মধ্যে যে পার্থক্য হইবে তাহার উপর বার্ষিক ১০% (দশ শতাংশ) হারে সরল সুদ প্রদান করিবেন তাহার উপর আরও ৫০ শতাংশ হারে কর প্রদান করলে করের বোঝা

ক্রম	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
	অগ্রিম পরিশোধকৃত করের সমষ্টি যদি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত পরিশোধযোগ্য করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) আপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণীর মাধ্যমে উদ্ভূত করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর মধ্যে যে পার্থক্য হইবে তাহার উপর বার্ষিক ১০% (দশ শতাংশ) হারে সরল সুদ প্রদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, করদিবসের তারিখে বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, সুদের হার ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।		অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং করদাতা একটি কর শৃংখলে আটকে যেতে পারেন। সে কারণে সরল সুদের অতিরিক্তি সুদ আরোপের বিধান বাতিল করে করদাতার কর প্রদানে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
(১৩)	WPPF Income from Mutual Fund, and Dividend by and Individual এর করমুক্ত সীমা রহিত করার হয়েছে।	WPPF Income from Mutual Fund, and Dividend by and Individual পূর্বের ন্যায় করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।	WPPF উপার্যনকারীগণের মধ্যে একটি বড় অংশ সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষ। এখাতে সম্পূর্ণ আয়ের উপর করারোপ তাদের জন্য একটি বাড়তি বোঝা, তাছাড়া এ খাতের আয়ের উপর উৎসে করকে ন্যুনতম করদায় বিবেচনা এবং বিনিয়োগসীমা থেকে এ আয়কে বাদ দেয়ার ফলে সামগ্রিক করদায় আরও বেড়েছে। অন্যদিকে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ থেকে ডিভিডেন্ড আয় বিনিয়োগকারীদের পুঁজি বাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। ডিভিডেন্ড ইনকাশ থেকে তাই করমুক্ত সীমা তুলে দেয়া তাদের নতুনকরে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করবে এবং পুঁজিবাজার চাঙ্গা করার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ কাজে আসবে না। তাই এই ধরনের করমুক্ত সীমা বাজার রাখা উচিত।
(১৪)	অটোমেশন	আয়কর ব্যবস্থা একটি আটোমেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালনা করা, যেখানে কর কার্যক্রম ভিত্তিক মডিউলের মাধমে কর প্রতিপালন ও কর আহরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।	অনলাইন ভ্যাট কার্যক্রম অনেকাংশে Integrated VAT Administration System (IVAS) কর্তৃক পরিচালিত হয়। যাবতীয় ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয় Automation করার জন্য একটি Integrated Tax Administration System (ITAS) তৈরি করা যেতে পারে। তাহলে কর প্রদান ও কর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলো সহজে সমাধান করা যাবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে সংশোধনীর জন্য আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্ক সংক্রান্ত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রস্তাব

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব: বিধিতে সংশোধন

(১৫)	রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩) ও এবং রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩) রিটার্ন- আইটি ঘ ও আইটি ১১ (গ) (২০২৩) এর ক্ষেত্রে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের তথ্য এবং রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩) এর ক্ষেত্রে জীবন-যাপন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণ প্রদান করা;	রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩) রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩) ও এবং রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩) ব্যবহার যোগ্যতার ক্ষেত্রে জীবন-যাপন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণ বাধ্যতামূলক না করা।	যেহেতু আয়করের সংজ্ঞা অনুযায়ী যা আয় বলে গণ্য হবে সেই আয়ের ভিত্তিতেই কর প্রদান করা হবে এবং ব্যয় বিয়োজনের সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় কে রিটার্ন দাখিলে বাধ্যতামূলক করা হলে করদাতারা রিটার্ন প্রদানে নিরুৎসাহিত হতে পারে। কারণ, করদাতারা যেহেতু শতভাগ ক্যাশ-লেস পদ্ধতির আওতায় আসেনি সে কারণে তাদের পক্ষে এ সকল ব্যয় হিসাব রাখা কঠিন। এছাড়া, নতুন আয়কর আইন অনুযায়ী, রিটার্ন জমার সময় জীবনযাত্রার খরচের বিবরণী দাখিলের সময় এসব তথ্য দিতে বলা হলেও আগের অধ্যাদেশে এমন কিছু ছিল না। যার কারণে হঠাৎ করে এ ধরনের তথ্য প্রদান করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং হয়রানি বৃদ্ধি করতে পারে।
(১৬)	ধারা ১২০: আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহঃ- কমিশনার, কাস্টমস, বা এত উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা পণ্যের আমদানির মূলোর উপর নির্ধারিত, অনধিক ২০% (বিশ শতাংশ) হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিবেন। বিধি ৭: আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহঃ- (১) আইনের ধারা ১২০ মোতাবেক কর সংগ্রহের নিমিত্ত কাস্টমস কমিশনার অথবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেকোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্তিত হার অনুযায়ী কর সংগ্রহ করবেন। (ক) দফা (খ), দফা (গ), দফা (ঘ), দফা, দফা (ঙ), দফা (চ), দফা (ছ), দফা (জ), এ বর্ণিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে।	বিধি ৭ এ সংযুক্তকরনঃ কৃষি পণ্য আমদানিকারী, উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি পর্যায়ে পণ্যের মূল্যের উপর আগাম কর প্রদান সর্বোচ্চ ৩.৫% (তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে সংযোজন করা প্রয়োজন।	বাংলাদেশে কৃষি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমদানি পর্যায়ে যে পরিমান আগাম কর দিয়ে থাকে তা নিয়মিত আয় কর থেকে অনেক বেশী। অতিরিক্ত আগাম কর দেওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের তারল্য ঘাটতি দেখা দেয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ক্যাপিটাল বাড়াতে প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্যের দাম বাড়ালে দেশের প্রান্তিক কৃষককে তা বহন করতে হয়। প্রদানকৃত অতিরিক্ত আগাম কর বিপুল পরিমাণে ফেরতহীন বা সমন্বয়হীন অবস্থায় পড়ে আছে। যা ক্রমশই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী ফেরত যোগ্য অতিরিক্ত আগাম কর ফেরত পাওয়া প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল এবং সময় সাপেক্ষ।
(১৭)	রুল ৩(৭) (ঘ) এর ছক ৩ অনুযায়ী আমদানী পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতি টনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা অগ্রীম কর নির্ধারিত যা ধারা ১৬৩ অনুযায়ী ন্যুনতম কর।	ছক-৩ এ বর্নিত পণ্যের জন্য আমদানী পর্যায়ে এ হার সর্বোচ্চ দুইশত (২০০) টাকা হওয়া উচিত।	আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত কর ১৬৩ ধারা মোতাবেক নূন্যতম কর হিসেবে বিবেচিত; রুল ৩(৭) (ঘ) অনুযায়ী টন প্রতি ৫০০ টাকা কর্তনের ফলে বড় ধরনের প্রদেয় করের সৃষ্টি হয়। যেহেতু সর্বোচ্চ কর হার পাবলিক লি: এর ক্ষেত্রে ২২.৫% এবং নন-পাবলিক লি: ট্রেডেট কোং/ প্রাইভেট কোং এর ক্ষেত্রে ৩০%, তাই ন্যুনতম কর এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে কোনভাবেই তা স্বাভাবিক কর হারের চাইতে বেশি না হয়, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ১৬৩ ধারার কারণে আমদানি পর্যায়ে কর্তিত কর সহ অন্যান্য কর্তনের ফলে মোট যে কর দায় নির্ধারিত হয় তা স্বাভাবিক করহার/করদায়ের দ্বিগুন/তিনগুন

			এমতাবস্থায় কোম্পানি যেমন চলতি মূলধনের সংকটে পড়েছে তেমনি অনেকের মূলধন নিঃশেষ হয় যাচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমদানি পর্যায়ে টন প্রতি করহার ২০০ টাকা হওয়াটা যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব: করহার সংশোধন ও অন্যান্য

(১৮)	***ধারা ১৩৬: স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ*** (১) স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোনো লভ্যাংশ এবং প্রাপ্তির উপর শেয়ার হস্তান্তর, শেয়ার ঘোষণা বা উক্ত শেয়ার বিনিময় করিবার সময়, যাহা আগে ঘটে, ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।	উক্ত করের হার ১৫% থেকে কমিয়ে ১০% করার প্রস্তাব করছি।	এতে করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের হার বেড়ে দেশের শেয়ার বাজার শক্তিশালী হবে। শেয়ার বাজারে বেশি পরিমানে বিনিয়োগ আকর্ষনের মাধ্যমে বাজারটি প্রানবন্ত হতে পারে।
(১৯)	সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন *ধারা* ১০৬। সরকারি সিকিউরিটিজ অথবা সরকার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ডিসকাউন্ট, সুদ বা মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে, যাহা আগে ঘটে, ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।	সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন কে আওতামুক্ত করার প্রস্তাব করছি।	সিকিউরিটিজের বাজার কে গতিশীল করতে প্রণোদনা হিসেবে উৎসে সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন কে আওতামুক্ত করা হলে শেয়ারবাজারে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ আকর্ষনের মাধ্যমে বাজারটি প্রানবন্ত হতে পারে।
(২০)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর পক্ষ থেকে ইন্টিজেন্স ও ইনভেস্টিগেশন এর নামে রিটার্ন এর কপি সংগ্রহ করে করদাতাকে হয়রানির উদ্দেশ্য বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপনের নোটিশ প্রদান এবং অনুমান নির্ভর কর আরোপ।	আইনি প্রক্রিয়ার অনুমান নির্ভরতার কোন সুযোগ না থাকলেও আইনের বাহিরে গিয়ে শুধুমাত্র অনুসন্ধানের নামে করদাতার ফাইল পত্র তল্লাশি বন্ধ করে আইনি বিধানের মাধ্যমে করদাতার তথ্য উপস্থাপনের বিধানকে অনুসরণ করা।	করদাতার কোন তথ্য যদি ভুল, অসঙ্গতি বা অপ্রকাশিত থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট করদাতাকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে তা সংশোধন এর আইনি প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করা হলে করদাতার হয়রানি থেকে মুক্ত হতে পারেন।
(২১)		রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এডিআর সিস্টেম কার্যকর করার পাশাপাশি কর ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা।	